''শিব জয়ন্তীর গিফট - পরিশ্রম ছেড়ে প্রেমের দোলায় দোলো''

আজ স্বয়ং শিব পিতা চতুর্দিক থেকে আগত নিজের বাচ্চাদের সাথে নিজের জয়ন্তী উদযাপন করতে এসেছেন। বাচ্চাদের কত ভাগ্য যে স্বয়ং বাবা মিলন আর জয়ন্তী উদযাপন করতে এসেছেন। দুনিয়ার লোকে তো কাতর চিৎকার করতে থাকে - এসো, কবে আসবে, কোন রূপে আসবে, আহ্বান করতে থাকে আর স্বয়ং বাবা তোমরা সব বাচ্চার সঙ্গে উদযাপন করতে এসেছেন। এমন বিচিত্র দৃশ্য কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারনি, কিন্তু আজ সাকার রূপে উদযাপন করার জন্য দৌড়াতে দৌড়াতে পৌঁছে গেছ তোমরা। বাবাও চতুর্দিকের বাচ্চাদের দেখে পুলকিত হন - বাহ্ শালগ্রাম বাচ্চারা বাহ্! বাহ্ সাকাররূপধারী উদীয়মান ফরিস্তা তথা দেবতা বাচ্চারা বাহ্! ভক্ত বাচ্চাদের সাথে তোমরা সব 'জ্ঞানী তু বাচ্চাদের' মধ্যে কত প্রভেদ! ভক্তরা তাদের ভাবনার, অল্পকালের ফল পেয়ে খুশি হয়ে যায়। বাহ্ বাহ্-এর গীত গাইতে থাকে আর তোমরা 'জ্ঞানী তু আত্মারা' অল্পকালের সামান্য একটু ফল পাও না, বরং বাবার থেকে পূর্ণরূপে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়ে, উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়ে যাও। তাহলে, ভক্ত আত্মাদের আর জ্ঞানী তু আত্মা বাচ্চাদের কত প্রভেদ! ভক্তরাও উদযাপন করে এবং তোমরাও উদযাপন করতে এসেছ, কিন্তু উদযাপন করার মধ্যে কত প্রভেদ রয়েছে। শিব জয়ন্তী উদযাপন করতে এসেছ তো না! দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছ, কেউ আমেরিকা থেকে, কেউ লন্ডন থেকে, কেউ অস্ট্রেলিয়া থেকে, কেউ এসেছ এশিয়া থেকে। কত স্নেহের সাথে এসে পৌঁছেছ। তো বাপদাদা, বাবার জয়ন্তীর সাথে বাচ্চাদেরও জন্মদিনের অভিনন্দন, অভিনন্দন অভিনন্দন। কারণ, বাবা একা এই সাকার দুনিয়ায় বাচ্চাদের ছাড়া কোনো কার্য করতে পারেন না। বাচ্চাদের প্রতি তাঁর এতই প্রীতি। একলা করতেই পারেন না। প্রথমে বাচ্চাদের নিমিত্ত বানান তারপর ব্যাকবোন হয়ে কিংবা কম্বাইন্ড হয়ে, করাবনহার হয়ে নিমিত্ত বাচ্চাদের দ্বারা কার্য করিয়ে থাকেন। সাকার দুনিয়ায় বাচ্চাদের ছাড়া একলা পছন্দ করেন না। নিরাকারী দুনিয়ায় তো তোমরা বাচ্চারা বাবাকে একা ছেড়ে চলে যাও। বাবার আজ্ঞাতেই যাও কিন্তু সাকার দুনিয়ায় বাবা বাচ্চাদের ছাড়া থাকতে পারেন না। অবশ্যই বাচ্চাদের সাথে প্রয়োজন। বাচ্চাদের প্রতিজ্ঞাও সাথে থাকবে, একসাথে চলবে- শুধু নিরাকারী দুনিয়া পর্যন্ত। বাপদাদা দেখছিলেন যে, সব বাচ্চার মধ্যে বাবার জয়ন্তী উদযাপন করার কত উৎসাহ-উদ্দীপনা রয়েছে। তো বাবাকেও দেখ বাচ্চাদের স্নেহে সাকার শরীরের লোন নিয়ে তোমাদের সাথে পৌঁছে গেছেন।

একেই বলে, অলৌকিক প্রীতি। বাচ্চারা বাবাকে ছাড়া থাকতে পারে না। প্রীতিও অতি আবার স্বাতন্ত্র্যও অতি, সেইজন্য বাবার মহিমাই হলো প্রিয় এবং স্বতন্ত্র। বাচ্চারা বাবার জন্য অনেক রকমের গিফ্ট, হতে পারে তা' কার্ড, অথবা কোনো জিনিস, কিংবা হৃদয়ের উৎসাহ-উদ্দীপনার পত্র, যা কিছুই নিয়ে আসে আজকের দিনে বাবার কাছে বতনে সব গিফ্টের মিউজিয়াম গঠন করা হয়েছে। তোমাদের মিউজিয়াম হলো সেবার আর বাবার মিউজিয়াম হলো স্নেহের।

তো সবাই যা কিছু নিয়ে এসেছে বা পাঠিয়েছে সবার

স্নেহসম্পন্ন গিফ্ট এখনও বাবার কাছে মিউজিয়ামে রাখা আছে। যেগুলো দেখে দেখে বাবা পুলকিত হতে থাকেন। জিনিস বড় নয়, কিন্তু যখন জিনিসে স্নেহ ভরে থাকে তখন সেই ছোট জিনিসও খুব মহান হয়ে যায়। তাইতো বাপদাদা জিনিস দেখেন না, কাগজের কার্ড কিংবা পত্র দেখেন না, বরং তার মধ্যে সমাহিত হৃদয়ের স্নেহ দেখেন। সেইজন্য বলেছেন বাবার কাছে স্নেহের মিউজিয়াম আছে। এমন মিউজিয়াম তোমাদের ওয়ার্ল্ডে নেই। আছে এমন মিউজিয়াম? নেই। যখন বাবা ভালোবাসার এক একটা গিফ্ট দেখেন তখন দেখার সাথে সাথেই বাচ্চাদের চেহারা তা'তে দৃশ্যগোচর হয়। এমন ক্যামেরা আছে তোমাদের কাছে? নেই। গিফ্ট দেখতে দেখতে বাপদাদার এক শুভ সঙ্কল্প উঠেছে, বাবা তোমাদেরকে বলবেন? তাহলে তখন করতে হবে। করবে, প্রস্তুত তোমরা? ভেবো না।

বাপদাদার সঙ্কল্প উঠেছে এই গিফ্ট তো বাবার কাছে পৌঁছে গেছে, কিন্তু সেইসঙ্গে বাপদাদার আরও একটা গিফ্ট চাই। তোমাদের গিফ্ট খুব ভালো, কিন্তু বাপদাদার আরও চাই। তাহলে, দেবে গিফ্ট? সাধারণতঃ, এই যে স্মারক উদযাপন করে, শিব জয়ন্তী অর্থাৎ কিছু না কিছু অর্পণ করে। আত্মবলিদান হয়ে যায়। তাইতো বাপদাদা ভেবেছেন, সব বাচ্চাই তো বলিদান হয়েছে, বলিদান হয়ে গেছ নাকি এখনো অল্পস্বল্প নিজের কাছে সামলে রেখেছ?আজকের দিনে ব্রতও নিয়ে থাকো।

তাইতো, বাপদাদার সঙ্কল্প উঠেছে যে, বাচ্চারা অল্প একটু চলতে চলতে যে থকে যায়,খুব পরিশ্রম অনুভব করে, কিংবা নিরন্তর যোগ যুক্ত হতে কঠিন অনুভব করে, ভাবে হয়ে তো যাবে....বাবাকেও ভরসা দেয় - আপনি চিন্তা করবেন না, হয়ে যাবে। যতই হোক, বাপদাদার ভালো লাগে না যখন বাচ্চারা ক্লান্ত বা একাকীত্ব বোধ করে কিংবা কখনো কখনো, কেউ কেউ একটু হলেও নিরাশও হয়ে যায়, জানি না আমার ভাগ্যে আছে কি নেই...কখনো কখনো এরকম ভাবে তখন সেটা বাবার ভালো লাগে না। বাবার সবচেয়ে বেশি অপছন্দ বাচ্চাদের পরিশ্রম। মালিক আর পরিশ্রম! বাবারই বালক সেই মালিক। ভগবানেরও মালিক আর তারপরেও পরিশ্রম করবে! তাহলে ভালো লাগবে? শুনতেও ভালো লাগে না। তো বাবার সঙ্কল্প উঠেছে যে বাচ্চারা বার্থ ডে গিফ্ট যা দিয়েছে তা' তো বতনে ইমার্জ হয়ে গেছে, কিন্তু নিরাকার দুনিয়ায় তো এই গিফ্ট ইমার্জ হবে না। সেখানে তো সংকল্পের গিফ্ট পৌঁছায়। তাইতো বাবার সঙ্কল্প উঠেছে যে আজকের দিনে সব বাচ্চার থেকে গিফ্ট নিতে হবে। তাহলে, তোমরা এই গিফ্ট দেবে নাকি দিয়ে তারপর ওখানে ফিরে গিয়ে ফেরৎ নিয়ে নেবে? তোমরা বলবে, মধুবনে যা কিছু হয়েছে তা' মধুবনেই রয়েছে এবং নিজের দেশের সবকিছু নিজের দেশে, এরকম তো করবে না, তাই না! বাচ্চারা বড়ই চতুর হয়ে গেছে। বাবাকে বলে, আমরা তো চাই না ফিরে আসুক, কিন্তু এটা এসে যায়। যদি তা' ফিরেই আসে তোমরা কেন সেটা স্বীকার করে নাও? এটা ঠিক যে এসে যায়, কিন্তু কোনো জিনিস যদি তোমার পছন্দ না হয় আর কেউ তা' জবরদস্তি দিয়েও দেয় তাহলে তুমি কি নেবে নাকি ফিরিয়ে দেবে? ফিরিয়ে দেবে তো না? তাহলে, কেনই বা স্বীকার করো? মায়া তো ফিরিয়ে আনবে কিন্তু তোমরা স্বীকার ক'রো না। এমন মনোবল আছে তোমাদের? ভেবে বলো। পরে ওখানে গিয়ে ব'লো না - বাবা কী করবো, চাইনি কিন্তু হয়ে গেছে। এরকম পত্র তো লিখবে না? তোমাদের সাহস আর বাবার সহায়তা। মনোবল কম হতে দিও না, তারপরে দেখ বাবার সহায়তা পাও কি পাও না! সবার অনুভবও রয়েছে যে মনোবল বজায় রাখলে সময়মতো বাবার সহায়তা পাওয়া যায় আর পাওয়ারই আছে, গ্যারান্টি রয়েছে। মনোবল তোমার সহায়তা বাবার। তাহলে, সঙ্কল্প কী ছিল? বাবা সকলের মুখ দেখছেন - মনোবল আছে কি নেই। তোমাদের মনোবল তো আছেই, কেননা, যদি মনোবল না থাকতো তাহলে বাবার হতে পারতে না। হয়ে গেছ - এতে প্রমান হয় যে মনোবল আছে । শুধু ছোট একটা ভুল করো তোমরা সময়মতো মানসিক বলের বিষয় ভুলে যাও। কিছু হয়ে যাওয়ার পরে তোমাদের মানসিক বল এবং সহায়তার স্মৃতি ফেরে। সময়মতো সব শক্তি, সময় অনুযায়ী ইউজ করা, একে বলা হয়ে থাকে 'জ্ঞানী তু আত্মা', 'যোগী তু আত্মা'। বাপদাদার একটা ব্যাপারে খুব খুশি হয়, জানো তোমরা কোন বিষয়ে? বলো। (অনেকে বলেছে) সবাই ঠিক বলছ কিন্তু বাবার সঙ্কল্প অন্য। তোমরা অনেক গুহ্য বিষয় বলছ, নলেজফুল হয়ে গেছো তো না।

বাপদাদা খুশি হচ্ছিলেন যে অনেক বাচ্চা পত্র আর কার্ড লিখেছে, আমি ১০৮-এ আসবো, অনেক কার্ড এসেছে। বাপদাদা ভেবেছেন যখন এত সংখ্যক ১০৮-এ আসবে , তো ১০৮-এর মালা পাঁচ লহরের বানাতে হবে। তাহলে, ৫-৬-৭-৮ লহরের মালা বানাবো তো না? যারা সঙ্কল্প করেছে , লক্ষ্য রেখেছে খুব ভালো। কিন্তু শুধু এই সঙ্কল্পকে মাঝে-মধ্যে মজবুত করতে থাকো। ঢিলা ছেড়ো না। এমন তো বলবে না যে, মায়া এসে গেছে - এবার জানি না আসবো কি আসবো না! জানি না, জানি না... ক'রো না। জেনে নিয়েছ, আসতেই হবে। নিরন্তর দৃঢ়তার মোহর (ছাপ) লাগাতে থাকো। হ্যাঁ, আমাকে আসতেই হবে, যা কিছুই হয়ে যাক, আমার নিশ্চয় অটল, অখন্ড। এমন অটল-অখন্ড নিশ্চয় আছে তোমাদের? তাহলে টলানোর জন্য মায়াকে পাঠাবো? না? ভয় পাও? মায়া তোমাদের ভয় পায় আর তোমরা মায়াকে ভয় পাচ্ছ? মায়া তোমাদের দরজাগুলো দেখে, কোনটা খোলা আছে? এখানে খোলা আছে, এখানে খোলা আছে। খুঁজতে থাকে। তোমরা ঘাবড়ে যাও কেন? মায়া কিছুই না। যদি তোমরা বলো মায়া কিছু না তো সে কিছু হয়ে উঠবে না। যদি তোমরা বলো মায়া আসতে পারে না, আসতে পারে না তো আসতে পারে না। আমার কী করা উচিত...? এইভাবে, তোমরা মায়ার জন্য দরজা খুলে দাও এবং মায়াকে আহ্বান করো। এটা ভালো ব্যাপার যে অনেক বাচ্চা ১০৮-এ আসার প্রমিস করেছে। করেছে না? যারা যারা বলেছে যে আমি ১০৮-এ আসবো - তারা লম্বা হাত তোলো। ভালো করে ড্রিল করো। খুব ভালো, অভিনন্দন। এটা ভেবো না যে ১০৮-এ কত আসবে, আমি কোথায় আসবো - এটা ভেবো না। প্রথমে গুনতি করতে শুরু করে দাও - দাদি আসবেন, দিদি আসবেন, তারপর দাদারাও আসবেন, অ্যাডভান্স পার্টিরও আসবেন। আমার নম্বর আসবে কি আসবে না, জানি না! বাপদাদা বলেছেন যে, বাপদাদা ৮-১০ লহরের মালা বানিয়ে দেবেন, সেইজন্য তোমরা এই চিন্তা ক'রো না। অন্যদের দেখো না, তোমাদের নম্বর পেয়ে যাওয়ারই আছে, এটা বাবার গ্যারান্টি।

তোমরা নিজেদের সরিয়ে রেখো না। মালার মধ্যে সুতো খালি হতে দিও না। একটা দানা মাঝখান থেকে ভেঙে যদি যায়, বেরিয়ে যায় তাহলে মালা ভালো লাগবে না। শুধু এটা ক'রো না, বাকিটা বাবার গ্যারান্টি রয়েছে তোমরা অবশ্যই

আসবে।

আজ তো উদযাপন করতে এসেছেন, থোড়াই মুরলী শোনাতে এসেছেন! সুতরাং, আর যারাই আছ তারা মালাতে চলে এসো, ১০৮-এর মালাতে সবাইকে ওয়েলকাম। ভক্তি মার্গের যারা তারা তো এই১০৮-এর মালা বানিয়েই নিয়েছে। বাপদাদা তো কতই বাড়াতে পারেন! এতে শুধু গিফ্ট বাবা তো অবশ্যই নেবেন, গিফ্ট ছাড়বেন না। ছোটই গিফ্ট বড় কিছু নয়, কারণ বাবা সব বাচ্চার ৬ মাসের চার্ট দেখেছেন। তাহলে, কী দেখেছেন? যদি কোনও বাচ্চা সামান্যতম উপর-নিচে হয়, অচল থেকে দোলাচলে আসে তো তার কারণ শুধু তিনটে মুখ্য বিষয়, সেই তিন বিষয় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বা পরিস্থিতি হয়ে আসার। সেই তিনটে বিষয় কী?

অশুভ বা ব্যর্থ ভাবনা। অশুভ বা ব্যর্থ বলা এবং অশুভ বা ব্যর্থ করা। ভাবা, বলা আর করা- এতে অনেক টাইম ওয়েস্ট হয়। এখন বিকর্ম কম হয়, ব্যর্থ বেশি হয়। ব্যর্থের প্রবল ঝড় তোমাদের অস্থির করে তোলে এবং এটা প্রথমে আসে ভাবনায়, পরে বোলে আসে, তারপরে কর্মে আসে আর রেজাল্টে বাবা দেখেছেন যে, এটা কেউ বোল এবং কর্ম দ্বারা করে না, বরং এটা তারা অত্যধিক করে তাদের ভাবনার দ্বারা। যে সময় গঠনের সেই সময় ভাবনায় কেটে যায়। তো বাপদাদা আজ এই তিন বিষয় - ভাবনা, বোল এবং করা - বাবা সবার থেকে এগুলো গিফ্ট নিতে চান। প্রস্তুত তোমরা? যারা দিয়ে দিয়েছ তারা হাত তোলো। ভালো করে এক এক সাইডের হাতের ভিডিও করো। উঁচু করে হাত উঠাও। ড্রিল করো না তোমরা, সেইজন্য মোটা হয়ে যাও। আচ্ছা- সবাই এগুলো দিয়ে দিয়েছ। ফিরিয়ে নিও না। এটা ব'লো না যে মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে, কী করবো? মুখে দৃঢ় সংকল্পের বোতাম (button) লাগিয়ে দাও। দৃঢ় সংকল্পের বোতাম তোমাদের আছে তো না? কেননা, বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা রয়েছে, তাই না। তো ভালোবাসার লক্ষণ হলো, যারা প্রিয় তাদের পরিশ্রম তিনি দেখতে পারেন না। বাপদাদা তো সেই সময় এটাই ভাবেন যে বাপদাদা সাকারে গিয়ে এদের কিছু বলেন, কিন্তু এখন তো তিনি আকারী, নিরাকারী। একেবারে সবাই পরিশ্রম থেকে দূরে প্রেম-প্রীতির দোলায় দুলতে থাকো। যখন প্রেম-প্রীতির দোলায় দুলতে থাকবে তখন পরিশ্রম সমাপ্ত হয়ে যাবে। পরিশ্রম সমাপ্ত করতে হবে, সমাপ্ত করতে হবে এটা ভেবো না। শুধু প্রেম-প্রীতির দোলায় বসে যাও, পরিশ্রম আপনা থেকেই ছেড়ে যাবে। ছাড়ার চেষ্টা ক'রো না, বসার, দোলার চেষ্টা করো।

শিব জয়ন্তী অর্থাৎ বাচ্চাদের পরিশ্রম সমাপ্ত হওয়ার জয়ন্তী। ঠিক তো না? বাবারও বাচ্চাদের প্রতি ফেথ (আস্থা) রয়েছে। জানি না কীভাবে কেউ কেউ সরে যায় যা বাবাও জানতে পারেন না। ছত্রছায়ার ভিতরে বসে থাকো। ব্রাহ্মণ জীবনের অর্থই হলো দোলন, মায়াতে নয়। মায়াও তোমাদের দোলায়। অমৃতবেলায় দেখ মায়া এমনভাবে দোলায় যে সূক্ষ্মবতনে আসার পরিবর্তে, নিরাকার দুনিয়ায় আসার পরিবর্তে নিদ্রালোকে চলে যাও তোমরা। বলা হয়ে থাকে, যোগ ডবল লাইট বানায়, কিন্তু পরিবর্তে মাথা ভারী হয়ে যায়। তো মায়াও দোলাতে দোলায় কিন্তু মায়ার দোলায় দুলো না, অকস্মাৎ পেপারে পাশ হতে যদি চাও তাহলে গড়িমসি ছেড়ে অ্যালার্ট হও। অর্ধেক কল্প তো মায়ার দোলনায় অনেক দোল খেয়ে দেখেছ তো না। কি পেয়েছ? পেয়েছো কিছু? ক্লান্ত হয়ে গেছো তাই না! এখন অতীন্দ্রিয় সুখের দোলায় দোলো। তোমাদের এত দোলা প্রাপ্ত হয়েছে যে এখানের প্রিন্স-প্রিন্সেসেরও অত দোলা নেই! যে দোলায় চাও দোলো। এক মুহূর্তে প্রেমের দোলায় দোলো, এক মুহূর্তে আনন্দের দোলায় দোলো, এক মুহূর্তে জ্ঞানের দোলায় দোলো। তোমাদের কত দোলা রয়েছে! অগুনতি। সুতরাং দোলা থেকে নেমে যেয়ো না। কেউ যদি প্রিয় হয়, তো মা বাবার এটাই ইচ্ছা থাকে যে, বাচ্চা কোলে থাকুক বা দোলায় থাকুক কিংবা গালিচায়, বাচ্চার পা যেন মাটিতে না পড়ে। মাটিতে যেন পা না পৌঁছায়। এরকম হয় তো না? তোমরা তো কত প্রিয়! তোমাদের মতো প্রিয় আর কেউ আছে? পরমাত্ম-প্রিয় বাচ্চারা যদি দেহবোধে আসে তো দেহ কি? মাটি তো না! দেহকে কি বলে? মাটি, মাটিতে মিশে যাবে। তাহলে, এটা মাটিই তো হলো না! মাটিতে পা কেন রাখো? মাটি ভালো লাগে? কোনো কোনো বাচ্চার মাটি ভালো লাগে, অনেকে মাটি খেয়েও থাকে। কিন্তু তোমরা খেয়ো না, পা-ও রেখো না। সঙ্কল্প আসা অর্থাৎ পা রাখা। সঙ্কল্পেও দেহবোধ আসতে দিও না। ভাবো, মনে রাখো যে আমরা কত প্রিয়, কার প্রিয়! সত্যযুগেও পরমাত্ম-প্রিয় কেউ থাকবে না। দৈবী আত্মাদের প্রিয় হবে তোমরা। কিন্তু এই সময় পরমাত্ম বাবার প্রিয় তোমরা। তাইতো বাচ্চারা মনোবলের হাত দ্বারা গিফ্ট দিয়েছে, সেইজন্য বাপদাদা থ্যাংকস জানাচ্ছেন, অভিবাদন করছেন, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন। আচ্ছা।

চতুর্দিকের অতি অতি ভাগ্যবান বাচ্চারা যারা শিব বাবার সঙ্গে শিব জয়ন্তী উদযাপন করছে, তাদের জন্য পদমগুণ কি, বরং যতই বেশি থেকে বেশি বলো তা'ও কম হয়। এমন মহান ভাগ্যবান আত্মারা, যারা সদা বাবার আজ্ঞা অনুসারে প্রতি কদম রাখে, বাবার সেই স্নেহী এবং সমীপ আত্মারা, সদা মালিকভাবের অনড় আসন নিবাসী তথা ভবিষ্যতের সিংহাসন

নিবাসী শ্রেষ্ঠ আত্মারা, সদা বাবার সাথে সাথে আনন্দানুভবে অনুরাগের দোলায় দুলতে দুলতে সাথে চলে, বাপদাদার এমন সাথী বাচ্চারা বাপদাদার বার্থডে-র অভিনন্দন আর স্মরণ-স্নেহ স্বীকার করো, বাবার সব মালিককে নমস্কার।

বরদানঃ- ব্রাহ্মণ জীবনে সদা পরিশ্রম থেকে মুক্ত থেকে সর্বপ্রাপ্তিসম্পন্ন ভব

এই ব্রাহ্মণ জীবনে দাতা, বিধাতা আর বরদাতা - এই তিন সম্বন্ধে এত সম্পন্ন হয়ে যাও যাতে বিনা পরিশ্রমে অধ্যাত্ম আনন্দে থাকতে পারো। বাবাকে দাতারূপে যদি স্মরণ করো তবে আধ্যাত্মিক অধিকারী বোধের নেশা থাকবে। শিক্ষক রূপে যদি স্মরণ করো তবে গডলি স্টুডেন্ট - এই ভাগ্যের নেশা থাকবে কিংবা সদ্গুরু প্রতি কদমে বরদানের সাথে তোমাদের চালাচ্ছেন। প্রতি কর্মে শ্রেষ্ঠমত - বরদাতার বরদান। এভাবে সর্বপ্রাপ্তিতে সম্পন্ন থাকো তবে পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- বুদ্ধির হালকা ভাব এবং সূক্ষ্মতাই সবচেয়ে সুন্দর পার্সোনালিটি।

সূচনাঃ- আজ অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, তৃতীয় রবিবার, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সব ভাই-বোন যোগ অভ্যাসে অনুভব করুন যে, আমি তপস্বী আত্মা, বীজরূপ শিববাবার সাথে কল্প বৃক্ষের মূলে বিরাজমান। বীজরূপ বাবার থেকে প্রাপ্ত সর্বশক্তি আমার মাধ্যম দ্বারা সারা কল্পবৃক্ষ এবং পাতা রূপী আত্মা পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে, যার দ্বারা তারা প্রতিটা দিব্য শক্তি অনুভব করছে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;